ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫৬০
আগরতলা,৮ সেপ্টেম্বর,২০১৯

দুর্গাপূজা ও দীপাবলি উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন, সদর মহকুমা প্রশাসন এবং আরক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আজ আগরতলা টাউনহলে আসন্ন দুর্গাপূজা ও দীপাবলি উৎসব-২০১৯ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক সন্দীপ এন মাহাত্মের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে সদরের মহকুমা শাসক অসীম সাহা, সহকারি পুরনিগম কমিশনার সুব্রত ভট্টাচার্য, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিং, এস পি ট্রাফিক পিনাকী সামন্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, ক্লাব ও পূজা কমিটির সদস্যগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে পশ্চিম জেলাশাসক সন্দীপ এন মাহাত্মে বলেন, উৎসব মানে আনন্দ। আর এই আনন্দ উৎসব যেন সকলে মিলে সুন্দরভাবে উপভোগ করেন। তবে কারোর আনন্দই যেন অন্যের দুঃখের কারণ না হয়। এছাড়া তিনি বৈঠকে জানান, পশ্চিম জেলা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম পূজা চলাকালীন যে কোনও দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

বৈঠকে আসন্ন দুর্গোৎসব এবং দীপাবলি উৎসব ২০১৯ উপলক্ষে বিভিন্ন পূজা কমিটি, ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য আচরণবিধি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে জানানো হয়, উৎসব পালনের জন্য প্রত্যেক পূজা কমিটিকে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। পূজার চাঁদা আদায়ের জন্য ক্রমিক নং সহ রশিদ বই এবং রশিদে চাঁদার পরিমাণ উল্লেখ থাকবে হবে। দু'জন ব্যক্তি চাঁদা আদায় করবেন। বাড়ির মালিক না থাকলে চাঁদা নেওয়া যাবে না। বাজার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কারখানা থেকে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে। বাড়িঘর ও সরকারি আবাসনে সকাল ৭টা থেকে ৯টা এবং বিকাল ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে। কোনও সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পথ চলতি গাড়ি ও যাত্রী থেকে চাঁদা আদায় করা যাবে না। পূজা মন্ডপ থেকে টেলিফোন ও বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

এছাড়া সভায় জানানো হয়েছে, মন্ডপ তৈরির আগে পূর্ত, বিদ্যুৎ, অগ্নিনির্বাপক ও অন্যান্য দপ্তরের অনুমতি নিতে হবে। পূজা মন্ডপের জন্য পথচারীদের যেন কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনও পূজা কমিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে চাইলেও আরক্ষা দপ্তর থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। বেআইনি উচ্চ আওয়াজের বাজি পটকা ফাটানো যাবে না। উচ্চস্বরে মাইক বাজানো যাবে না। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়ও স্থানীয় থানার অনুমতি নিতে হবে। দশমী যাত্রার জন্য নির্দিষ্ট স্থানেই প্রতিমা বিসর্জন করতে হবে।

***২-এর পাতায়

স্ব স্ব এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যও ক্লাব কর্তৃপক্ষকে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করতে হবে। সবদিক মিলিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দিকে সকলকেই নজর রাখতে হবে। এই সব আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে আরক্ষা প্রশাসন আইন লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেবে।

এস পি (ট্রাফিক) পিনাকী সামন্ত বৈঠকে জানান, দুর্গোৎসব চলাকালীন প্রতি বছরের মতো এবছরও আগরতলা শহরে যানবাহন প্রবেশে বিভিন্ন রাস্তাগুলিতে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ থাকবে। পূজায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে বৈঠকে পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিং, বিশিষ্ট সমাজসেবী মানিক দত্ত, সহকারি পুরনিগম কমিশনারও আলোচনা করেন।

*****